জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ
www.nape.gov.bd

স্মারক নং: ৩৮.০৪.০০০০.৪০১.১৪.৩০৯.১৪- ৪৮০ তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৯ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালার (২০১৯-২০২০ অর্থবছর) চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রতিবছর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আয়োজিত কর্মশালার চূড়ান্ত প্রতিবেদন সদয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২৯/০৭/2020
(মোঃ শাহ আলম)
মহাপরিচালক
ফোন : ০৯১-৬৬৩০৫
ই-মেইল : dgnape@gmail.com

সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালার
(২০১৯-২০২০ অর্থবছর)

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

সমাজবিজ্ঞান অনুষদ

নেপ, ময়মনসিংহ।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালার (২০১৯-২০২০ অর্থবছর) চূড়ান্ত প্রতিবেদন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিদ্যমান। আর তা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সরকারকে নীতিনির্ধারণে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নেপ-এর সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫৫ জন করে মোট ২২০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কার্যক্রমের উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপ্স প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৪টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্মশালার বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভাগ	কর্মশালা আয়োজনের স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ময়মনসিংহ	মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	১৩ নভেম্বর, ২০১৯	৫৫ জন
২	রংপুর	রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	২৭ নভেম্বর, ২০১৯	৫৫ জন
৩	সিলেট	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	২৬ জানুয়ারি, ২০২০	৫৫ জন
৪	খুলনা	মুজিবনগর, মেহেরপুর	০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৫৫ জন

কর্মশালায় যেসকল বিষয়বস্তু আলোচিত হয় তা হলো:

১। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ (দলীয় কাজ)।

৩। দলীয় কাজ উপস্থাপন।

৪। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত।

৫। মুক্ত আলোচনা ও সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন ।

কর্মশালা পরিচালনা পদ্ধতি:

- সাধারণ আলোচনা
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত দুইটি ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন
- দলীয় কাজ
- দলীয় কাজ উপস্থাপন
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত
- মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন

চারটি ভেন্যুতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

সমস্যার ধরন	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
অবকাঠামো সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। সদ্য জাতীয়করণকৃত কিছু বিদ্যালয় এবং পুরাতন কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এখনও বিদ্যমান এবং যেখানে নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেখানেও কাজের মান নিম্ন, ফলে ভবিষ্যতে আবার তা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরিণত হবে। এতে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়।	১। সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও পুরাতন যেসকল বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। যে সকল বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলো নিলামের মাধ্যমে অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণ করা। নির্মাণ কাজের সময় গুণগত মান নিশ্চিত করতে অধিদপ্তর কর্তৃক জেলাভিত্তিক টীম গঠন করে ক্লোজ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা।

	২। অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়গুলোকে একশিফটে পরিণত করা যাচ্ছে না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এক কক্ষেই দুটি শ্রেণির কার্যক্রম একসাথে পরিচালনা করতে হচ্ছে।	২। যেসকল বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে পিইডিপি-৪ এর আওতায় গুণগত মান সম্পন্ন নতুন ভবন স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা দূর করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলোকে একশিফটে পরিণত করতে হবে।
	৩। আসবাবপত্রের স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসতে অসুবিধা, শিক্ষকগণের পাঠদানে সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।	৩। পিইডিপি-৪, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সহায়তায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে স্বাচ্ছন্দ্যমত পাঠদান করার ব্যবস্থা করে দেয়া।
	৪। অনেক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয়জলের অভাব। গভীর নলকূপ না থাকায় প্রয়োজনে পানি পান করতে পারছে না। পানি পানের জন্য শিক্ষার্থীরা এদিক ওদিক যায় অথবা পানি পান না করেই বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। ফলে ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রভাব পড়ে।	৪। পিইডিপি-৪ এর আওতায় এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করতে হবে।
	৫। অনেক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক না থাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগার ব্যবহার ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারছে না।	৫। শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগার ব্যবহার ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারা জরুরি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নির্মাণ করে শৌচাগার সমস্যার সমাধান করা।
	৬। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত না থাকায় কোমলমতি শিশুদের প্রথমেই বিদ্যালয় সম্পর্কে ভালো ধারণা হচ্ছে না। এতে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে।	৬। এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় প্রাক প্রাথমিকসহ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা। তাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে খুশি থাকবে এবং শিক্ষকগণ পাঠদান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।
	৭। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়ই শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণে অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম হয়।	৭। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

	৮। অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকা, অসমান মাঠ, মাঠে জলাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত বিনোদন এবং শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দোলনা, স্লিপারসহ পর্যাপ্ত খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই।	৮। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা জরুরি। যেসকল বিদ্যালয়ে জায়গা আছে কিংবা মাঠ অসমান ও জলাবদ্ধতা আছে সেখানে সরকারিভাবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদের সহায়তায় মাঠ সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। দোলনা, স্লিপারসহ খেলাধুলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রশাসনিক ও শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকগণের অধিক সংখ্যক ক্লাস পরিচালনা করা। যার ফলে ক্লাস পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। ২। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভালোভাবে শিক্ষক পাঠদান করতে পারছেন না, এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিখনফল অর্জিত হচ্ছে না। ৩। শিক্ষকগণের বিভিন্ন ছুটিকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণের সময় ঐ শিক্ষককের পাঠদানের ঘাটতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকা। ৪। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বৈষম্য থাকা। ৫। প্রধান শিক্ষকগণের শ্রেণি পাঠদান যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করা। এতে সহকারী শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছামত পাঠদান করেন, ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র রুটিন মেইনটেইন করা হয়।	১। শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পদ সৃজন করা এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট দূর করা, যাতে শিক্ষকগণ ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। ২। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও পাশাপাশি শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হলে সকল শ্রেণিতে দক্ষতার সাথে পাঠদান করতে পারবে এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী শিখনফলগুলো সহজে অর্জন করানো যাবে। ৩।শিক্ষকগণের বিভিন্ন ছুটিকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণের সময়ঐ শিক্ষকের পাঠদানের ঘাটতি পূরণের জন্য পুল শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ৪। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাপ্রথা বাতিল ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান করতে হবে। এতে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানে শিক্ষক পদায়ন করা সম্ভব হবে। ৫। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হলে সহকারী শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হবেন। এজন্য প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

	৬। বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক অধিকাংশ সময় রেকর্ড রেজিস্ট্রার হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে তিনি পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ করতে পারেন না।	৬। বিদ্যালয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ সৃজন করে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা, যাতে প্রধান শিক্ষক পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ যথাযথভাবে করতে পারেন।
	৭। দপ্তরী কাম প্রহরীর শূন্যপদ পূরণ না করার ফলে বিদ্যালয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রাতে অরক্ষিত থাকছে, কোথাও কোথাও চুরি হয়ে যাচ্ছে।	৭। যেসকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নেই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেসকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ করে বিদ্যালয় কার্যক্রমে সহায়তা করা। এতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে।
	৮। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে না পারায় বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাচ্ছে না।	৮। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকার যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা। এতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাবে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় গমনে উৎসাহিত হবে।
	৯। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া।	৯। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াতের বাহন অথবা আবাসনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান করতে পারেন।
	১০। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিদ্যালয়ে যেতে ক্ষেত্রবিশেষে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু না থাকা ইত্যাদি। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে।	১০। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যেসকল বিদ্যালয়ে গমনে যাতায়াত সমস্যা রয়েছে সেখানে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা। এতে শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ে যেতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহও থাকবে না।
	১১। শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	১১। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া।

	১২। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারা।	১২। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।
	১৩। এসএমসি সভাপতি ও সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের জন্য কোনোরূপ সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকা।	১৩। এসএমসি সভাপতি ও সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হলে প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন।
	১৪। শিশুদের দীর্ঘসময় বিদ্যালয়ে অবস্থানে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা অধিক সময় পর্যন্ত মনোযোগ ধরা রাখতে পারছে না এবং শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।	১৪। শিশুরা যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয় কার্যক্রমে মনোযোগ ধরা রাখতে পারে সে জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘসময় কমিয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনা করা।
	১৫। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন আলাদা সময়সূচি না থাকায় সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। আগমন প্রস্থানে সঠিক সময় মানা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।	১৫। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়ের জন্য বিদ্যালয় কার্যক্রমের পৃথক রুটিন রাখতে হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগমন প্রস্থান সঠিক সময়ে হবে এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।
	১৬। শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে পড়াশুনার প্রতি আন্তরিকতা এবং আগ্রহ কমে যায়।	১৬। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য রুটিনে খেলাধুলার সময় রাখা। এতে পড়াশুনার প্রতিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে না পারা।	১। শ্রেণি শিক্ষকগণ বাংলা ও ইংরেজি পঠন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীদের চর্চা করাবেন এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।
	২। ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষকগণের পাঠদান না করা। আইসিটি সামগ্রী ও দক্ষ আইসিটি শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই এবং যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদেরও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান না করার প্রবণতা রয়েছে।	২। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য সকল বিদ্যালয়ে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকগণের আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের পাঠদান মনিটরিং করতে হবে।

	৩। কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পাঠদান কৌশল সঠিক না হওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখনফল অর্জিত না হওয়া। ৪। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের পেশাগত কাজে আন্তরিকতা না থাকার ফলে আগমন প্রস্থানে সময়ানুবর্তী থাকেন না, পাঠদানে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন এবং নানা অজুহাতে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। এমনকি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও সচেষ্ট থাকেন না। ৫। জানা যায় কিছু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এবং ফেইসবুক চালাচ্ছে। এতে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপর মোবাইল ব্যবহারের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ৬। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় তারা পাঠের প্রতি অনাগ্রহী ও অমনোযোগী হয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে যদি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।	৩। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পাঠদান কৌশল সঠিক হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়। ৪। শিক্ষকগণের পেশার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নীতি নৈতিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা। আগমন প্রস্থান ও ক্লাসে উপস্থিতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ করতে হবে। ৫। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার না হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবে। গতিশীল থাকবে পাঠদান ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। ৬। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয়। এজন্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আলাদা সময় দিতে হবে।
অসচেতনতার কারণে সৃষ্ট পারিবারিক/ সামাজিক সমস্যাবলি	১। শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দুপুরের পরের ক্লাসগুলোতে আগ্রহ থাকে না। ২। সঠিক সময়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারা। ৩। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।	১। অভিভাবক ও মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্সে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ২। শিশুদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের সময়সূচি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। ৩। অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।

	৪। অভিভাবকগণের দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।	৪। শিশুশ্রম বিরোধী আইন সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা সমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেটের ব্যবস্থা করা এবং উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
	৫। বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া।	৫। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার-এর সহযোগিতায় অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজন দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

২৯/৭/2020

(এ.কে.এম. রুহুল আমীন)
সহকারী বিশেষজ্ঞ
ও
ফোকাল পয়েন্ট
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ।

২৯/৭/2020

(সুলতান আহমেদ)
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
ও
অনুষদ প্রধান
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ।